প্রথম খণ্ড

লোক

নেতারা কেমন এবং
অন্যান্য লোকের সাথে
তারা কিভাবে যোগাযোগ করেন

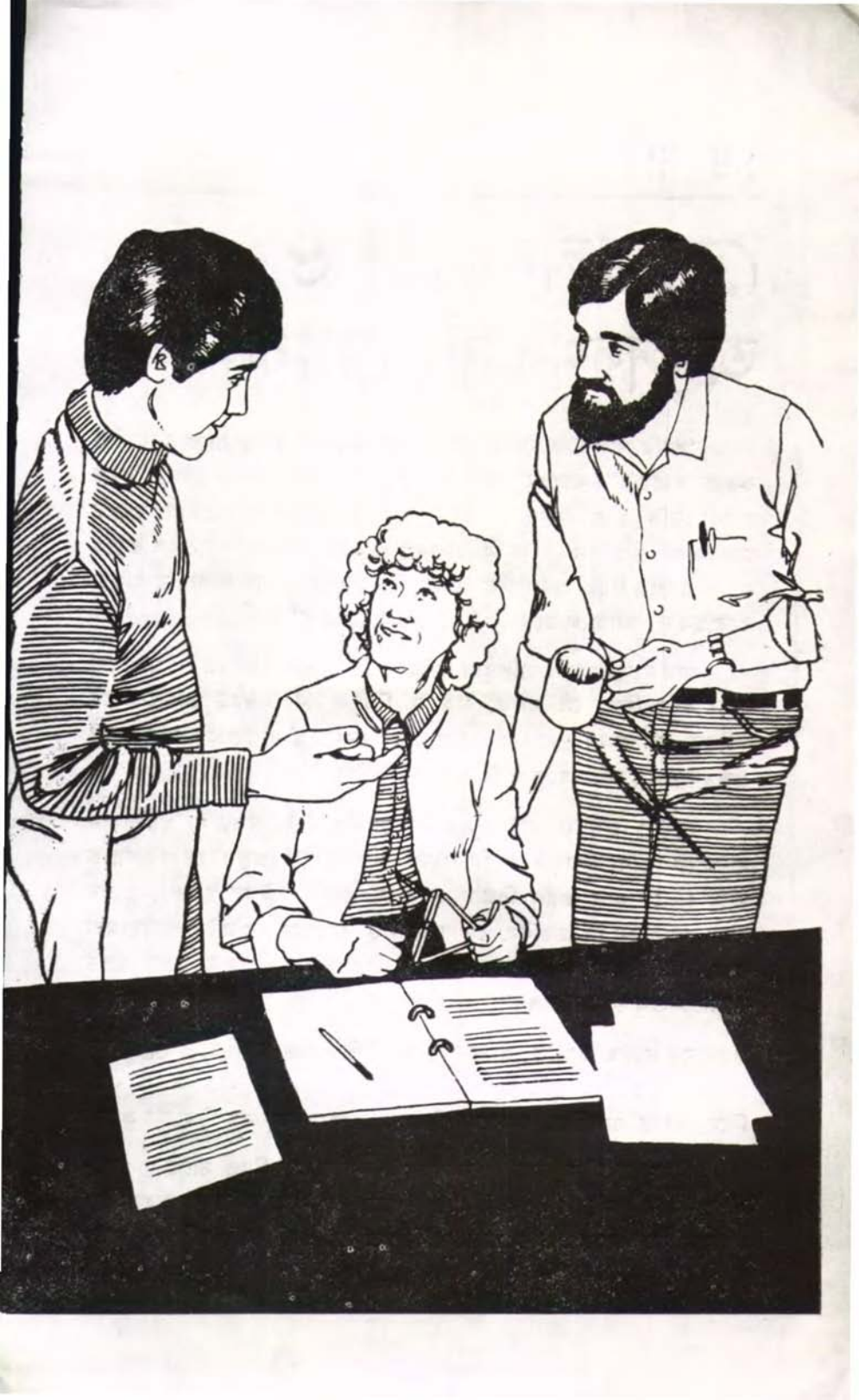

১ম পাঠ

নেতৃত্বদানকারী ও অনুসরণকারী লোক

"আমি সত্যিই আনন্দিত যে, আমরা একজন যুব-নেতাকে মনোনীত করতে পেরেছি" বললেন পালক। "আমি চাই যে আমাদের কাজ আরো বৃদ্ধি লাভ করুক। এখনও অনেক যুবক-যুবতী রয়েছে, যাদের জয় করা প্রয়োজন। আমি কখনই একাজ একা করতে পারতাম না, আর তাই ঈশ্বর আমাদের জন্য এক চমৎকার সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করেছেন। আর সে হলো মিঃ শমুয়েল সরকার।"

পার্থ দৃঢ়পদক্ষেপে হাসিমুখে সামনের দিকে এগিয়ে আসল। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলল, "আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরই আমাকে এই দায়িত্বে এনেছেন। দয়া করে আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন আমি একজন উত্তম নেতা হতে পারি।

পার্থ'র জীবনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে তার জন্ম এবং ছোটবেলা থেকেই সে প্রভুর সেবা করতে থাকে। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে, একদিন ঈশ্বর তাকে নেতৃত্বের স্থানে আনবেন। একদিন সে তার বড় ভাইদের বলেছিল, "তোমরা দেখ, আমি একজন নেতা হবো। আর তোমরাও কেউ কেউ হয়ত আমাকে অনুসরণ করবে।"

বড় ভাইরা হাসতে হাসতে তাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, "কি মহান নেতাই না সেদিন তুমি হবে?" এমনকি তার বাবা-মাও সতর্ক করে দিয়ে তাকে বলেছিল, যেন সে নিজের সম্পর্কে বড় বড় চিন্তা না করে।

কিন্তু এতদিন পরে তার স্বপ্নগুলি বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে। মণ্ডলীতে তার ভাই ও অন্যান্যদের উপরে তাকে মনোনীত করা হয়েছে। সে মনে মনে বলল, "এইবার আমি আমার ভাইদের দেখিয়ে দেবো।

"আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরই আমাকে এই দায়িত্বে এনেছেন.....।"

তাদের সবাইকে আমি দেখিয়ে দেবো যে, কত সুন্দর নেতা আমি হতে পারি। খুব সতর্কতার সাথে আমি পরিকল্পনা করবো এবং সবাইকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দান করবো। সবকিছু যেন ঠিকমত হয় এবং ঈশ্বরের কাজ যেন বৃদ্ধি লাভ করে, সেই দিকে আমি লক্ষ্য রাখবো।"

পার্থ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? নেতৃত্বের অর্থ কি সে বুঝতে পেরেছে? সে কি সত্যিই একজন ভাল নেতা হবে? এই পাঠে আমরা ঈশ্বরের মনোনীত নেতাদের মধ্য থেকে একজনের জীবন লক্ষ্য করবো। এর ফলে উপরের প্রশ্নগুলি আলোচনায় আমাদের সুবিধা হবে। এছাড়াও খ্রীষ্টিয়ান নেতারা কেমন এবং ঈশ্বরের লক্ষ্য অর্জনে তারা কিভাবে অন্যদের সাথে কাজ করেন সেই বিষয়ের পাঠ আমরা এর মাধ্যমে শুরু করতে পারব।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বদান।
একটি শাস্ত্রীয় আদর্শ—যোষেফ।
নেতৃত্বের বৈশিষ্টসমূহ।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

- ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বের স্থান বর্ণনা করতে পারবেন।
- নেতা হিসাবে সফলকাম লোকদের চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- শাস্ত্রে দেওয়া ও বাস্তব জীবন থেকে পাওয়া নেতৃত্বের বৈশিষ্টসমূহের উদাহরণগুলি চিনতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। নিজে নিজে পড়ে শেখার এই বইটির প্রথমে দেওয়া পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা ভালভাবে পড়ুন। যে ধরনের প্রশ্ন এই বইয়ের মধ্যে আছে, তার উদাহরণ ও কিভাবে উত্তর দিতে হবে সে সম্পর্কে সেখানে লেখা আছে।

২। পাঠের শুরুতে ভূমিকায় (পাঠের) যা লেখা হয়েছে এবং যে খসড়া দেওয়া হয়েছে সেগুলি, যত্নের সাথে পড়ুন। পাঠের লক্ষ্য এবং পাঠের মধ্যে দেওয়া অন্যান্য লক্ষ্যগুলি পড়ুন। পাঠ শেষ করার পর আপনি কি করতে সক্ষম হবেন তা এগুলি আপনাকে জানিয়ে দেয়। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলী এবং পাঠের শেষের পরীক্ষাটি এগুলির উপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়েছে।

৩। পাঠ শুরু করবার আগে কঠিন শব্দগুলি পরিভাষা থেকে দেখে নিন। নেতৃত্বদানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যয়নে এমন কতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হবে যেগুলির একটু ভিন্ন ধরনের অর্থ থাকতে পারে। এ জন্যই বইয়ের শেষ দিকে দেওয়া পরিভাষায় সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

৪। পাঠের মধ্যে দেওয়া সমস্ত কাজগুলি করুন। বাইবেলের উদ্ধৃতি-গুলি পড়তে কখনও ভুলবেন না। তাহলে পাঠের মধ্যকার মূল বিষয় বুঝতে আপনার যথেষ্ট সুবিধা হবে। প্রশ্নের উত্তর লিখবার জায়গা থাকলে সেখানেই উত্তর লিখবেন। বড় উত্তর লিখতে

হলে আপনার নোট খাতায় তা লিখুন। বইয়ের উত্তর না দেখে নিজের চেষ্টায় উত্তর লিখলে, এই পাঠ্যবিষয় থেকে আপনি সম্পূর্ণ উপকার লাভ করতে পারবেন। তাই সব সময়ই আপনার উত্তর লিখবার পর বইয়ের উত্তর দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। কোন উত্তর ভুল লিখলে সেই বিষয় আবার পড়বেন।

৫। বইয়ের শেষের পরীক্ষাটি নিজে নিজে দিন এবং পরে উত্তরমালার সংগে মিলিয়ে দেখুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

পরিদর্শন	প্রতিক্রিয়া	কিংকর্তব্যবিমূঢ়	সমব্যথী
পুরোহিত	বাহাদুরী	সৌভ্রাতৃত্ব	দৃষ্টিকোণ
সংগঠন	প্রলুব্ধ	কর্মদক্ষতা	আত্ম-সম্বরণ
মাধ্যমিক নেতা	প্রত্যাখ্যান	সামঞ্জস্যপূর্ণ	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বদান ঃ

পার্থ গনসালভেজ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করার আগে নেতৃত্বদান বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আগ্রহী কেন, আসুন তা লক্ষ্য করি। নেতাদের কি প্রয়োজন? এই বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন যে, যেখানেই দুই কিংবা তিনজন একত্রে কোন কাজ করছে সেখানেই নেতৃত্বদান উপস্থিত রয়েছে। আপনি এবং আরেকটি লোক যখন কোন ভারী কাঠ বা বোঝা তুলতে যাচ্ছেন তখন হয়ত আপনি বলতে পারেন, "তুমি ঐ পাশ ধর, আমি এই পাশ ধরছি।" অন্য লোকটি আপনার প্রস্তাবের সাথে একমত হয়ে যখন কাজটি করে, তখনই আপনি এখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। পরিবারের সদস্যরা যখন একসাথে কাজ করতে যায়, তখনই নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে নেতাদের প্রয়োজন। স্কুলে কিংবা মণ্ডলীতে সব জায়গাতেই নেতা ও অনুসরণকারীদের দেখা যায়। এর কারণ কি? আপনি কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

১। নীচের উক্তিটির সামনে টিক্ (√) চিহ্ন দিন ঃ নেতৃত্বদানের প্রয়োজনীয়তার প্রধান কারণ হল ঃ

ক) লোকদের বিভিন্ন দলে সংঘবদ্ধ করা।
খ) অন্যদের নিয়ন্ত্রণের জন্য যোগ্য লোকদের নিয়োগ করা।
গ) একটি উদ্দেশ্য সাধন করা।

নেতৃত্বদানের সংজ্ঞা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা – কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারা।

কোন উদ্দেশ্য পালন করবার জন্য অর্থাৎ কোন কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য নেতৃত্বদানের প্রয়োজন। খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে কারণ ঈশ্বর এর মাধ্যমে তার কতগুলি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করতে চান। পৃথিবীর সমস্ত লোককে তিনি তার ভালবাসা ও করুণা সম্পর্কে জানাতে চান এবং তাদের প্রত্যেকের ভালবাসা ও আরাধনাও তিনি কামনা করেন; এই কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। সুতরাং যখন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা বলি, তখন আমরা এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিত একটি পথের কথাই বুঝিয়ে থাকি। ঈশ্বরের কাজ কখনও খেয়াল-খুশী মত বা হঠাৎ করে সম্পন্ন হয় না। তাঁর একটি নির্দিষ্ট গতিধারা রয়েছে। নিজের উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে তা সাধিত হবে, ঈশ্বর তা পূর্ব থেকেই অবহিত থাকেন।

ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত ও শক্তিযুক্ত হয়ে লোকেরা তার কাজ করবে। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য লোকদের মনোনীত করেন, এবং তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দান করেন।

২। বাম পাশের উক্তিগুলির সাথে ডান পাশের উক্তিগুলির মিল দেখান।

.....ক) লোকদের মণ্ডলীতে আনার জন্য নেতা প্রত্যেককে অনুরোধ করেন।	১) নেতার একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) নেতা বললেন, আমাদের লক্ষ্য হবে "আগামী রবিবার গীর্জায় ২০০জনের উপস্থিতি।

২) নেতার কোন পরিকল্পনা নেই।

গ) এ সপ্তায় পরিদর্শনে যাবার জন্য নেতা প্রত্যেক কার্যকারীকে কিছু কিছু পরিবারের দায়িত্ব দান করেন।

৩। সঠিক উক্তিগুলির সামনে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা রয়েছে বলতে আমরা বুঝাই যে ঃ—

ক) ঈশ্বর সব সময় একইভাবে কাজ করেন।

খ) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে থাকেন।

গ) মানুষ ছাড়াই ঈশ্বর তাঁর কাজ করে থাকেন।

ঘ) ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত থাকেন।

নেতৃত্বের প্রমাণগুলি ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ নেতৃত্বদান যে ঈশ্বরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণগুলি চিনতে পারা।

ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, নেতৃত্বের ধারণা বা নীতি ঈশ্বরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের শাস্ত্রীয় ঘটনাগুলির আলোচনায় আমরা তা জানতে পাই। বাইবেলের এই সমস্ত ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কখনই একই নির্দেশ নিয়ে প্রত্যেকের কাছে উপস্থিত হননি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন লোকের মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ করেছেন; তারপর সেই লোক অন্যান্য লোকদের ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য নির্দিষ্ট লোকদেরই দায়িত্ব দিতে চান। এর ফলে দায়িত্বপূর্ণ লোকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে দল সংগঠন করে

তারা ঈশ্বরের নিরূপিত লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত করেন। সুতরাং নেতৃত্বদান যে ঈশ্বরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, তার একটি প্রমাণ হিসাবে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে উল্লেখ করতে পারি। এই পাঠ্যবইয়ে এই ধরনের বেশ কতগুলি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সরাসরি আহ্বান ও নির্দেশ ঃ

শাস্ত্রের কয়েকটি ঘটনার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আহ্বানের উল্লেখ দেখি। ঈশ্বর নির্দিষ্ট কয়েকজন লোককে বলেছেন যে, তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাদেরকে মনোনীত করেছেন। কোন কোন সময় তিনি তাদেরকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী দান করেছেন সুতরাং ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বের প্রয়োজনের আরেকটি প্রমাণ হ'ল সরাসরি আহ্বান, যা আমরা ৩য় পাঠে আলোচনা করবো।

পরিচর্যার বিভিন্ন দান ঃ

বাইবেলের লেখকরা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন যে, ঈশ্বর মণ্ডলীতে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য লোকদের মনোনীত করে থাকেন। এই লোকদেরকে বলা হয় প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচার প্রচারক, পালক ও শিক্ষক (ইফিষীয় ৪ ঃ ১১-১৬ ; রোমীয় ১২ ঃ ৬-৮)। এই লোকেরা সুনিশ্চিত ভাবে নেতৃত্বের পর্যায়ে রয়েছেন। এছাড়াও ঈশ্বর মণ্ডলীতে এমন কতগুলি দায়িত্ব দেন, যেগুলিতে নেতৃত্বদানের প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সংগঠন বা নেতৃত্বদানের দায়িত্ব ও সাহায্য করবার দান। বাইবেলের পণ্ডিতগণ এই কাজ বা লোকদেরকে "পরিচর্যার দান" বলে উল্লেখ করে থাকেন। এই আত্মিক দানগুলি ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বের প্রয়োজনীতার প্রমাণ দান করে।

যোগ্যতা ও দায়িত্বসমূহ ঃ

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বদানের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি প্রমাণ হলো, বাইবেলে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ও দায়িত্বসমূহের এক বিস্তারিত তালিকা এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়মে আমরা রাজা ও পুরোহিত-দের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাই। নতুন নিয়মে মণ্ডলীর নেতাদের যোগ্যতাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নেতৃস্থানীয়

লোকদের আত্মিক, নৈতিক ও মানুষিক যোগ্যতার প্রতি প্রেরিতরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাঠ্যবইয়ের শেষের দিকে আমরা নেতৃত্বের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান, আত্মিক দান, ও শাস্ত্রীয় যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সেখানে আমরা শাস্ত্রীয় উদাহরণ সমূহ উল্লেখ করবো। নেতৃত্বদান যে ঈশ্বরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ততার প্রমাণ হিসাবেই এখানে আমরা এই বিষয়গুলি উল্লেখ করলাম।

মাণ্ডলীক সংগঠন, যার সাথে আমরা সবাই বেশ পরিচিত সেটি গড়ে উঠেছে মানুষের বিশ্বাসের উপর। ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবার জন্য নেতাদের আহ্বান করেন এবং সে উদ্দেশ্যে তাদের পরিচালিত করেন। সংগঠিত মণ্ডলীর অস্থিত্ব এবং সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা এই প্রমাণ দেয় যে, ঈশ্বর নেতাদের ব্যবহার করেন।

৪। এখানে বাইবেল থেকে কতগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। যত্ন সহকারে এগুলি পড়ুন। আরো সম্পূর্ণভাবে যদি বুঝতে চান, তাহলে বাইবেল থেকে পুরো অংশটা পড়ে নিতে পারেন। নীচে দেওয়া প্রমাণ-গুলির সাথে শাস্ত্রাংশগুলির মিল দেখান।

(১) ঐতিহাসিক ঘটনা।
(২) পরিচর্যার বিভিন্ন দান।
(৩) সরাসরি আহ্বান এবং নির্দেশ।
(৪) যোগ্যতা ও দায়িত্বসমূহ।

.....ক) "তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর" (মথি ২৮ ঃ ১৯)।

.....খ) "ফলতঃ মোশি সমস্ত ইস্রায়েল হইতে কার্যদক্ষ পুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে প্রধান করিয়া নিযুক্ত করি-লেন" (যাত্রা ১৮ ঃ ২৫)।

.....গ) "তিনি (পরিচারক) যেন ভালভাবে তাঁর ছেলেমেয়েদের ও সংসার পরিচালনা করেন" (১ তীমথিয় ৩ ঃ ১২)।

ঘ) "তিনিই কিছু লোককে প্রেরিত, কিছু লোককে নবী, কিছু লোককে পালক ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১১)।

ঙ) "তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে মেষের দল আছে, তোমরা তার রাখাল হও" (১ পিতর ৫ ঃ ২)।

চ) "যিহোশূয় তিন সহস্র বলবান বীর মনোনীত করিলেন" (যিহোশূয় ৮ ঃ ৩)।

একটি শাস্ত্রীয় আদর্শ—যোষেফ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ যোষেফের জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে নেতৃত্বদানের নীতিগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

গীর্জাঘর ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের নিয়ে গঠিত কোন একটি স্থানীয় মণ্ডলীর জন্মলাভের পিছনে রয়েছে একজন বা কিছু সংখ্যক লোকের নেতৃত্ব বা পরিশ্রম। এই লোকেরা যখন ঈশ্বরের আহ্বান বা নির্দেশনা লাভ করেন, তখন তারা আত্মা জয় করতে এবং বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এই ধরনের কাজের বৃদ্ধি এবং স্থায়ীত্বের জন্য যথেষ্ট নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়।

এখন আমরা পার্থ গনসালভেজের বিষয় লক্ষ্য করতে পারি। তার এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, পালক ছিলেন স্থানীয় মণ্ডলীর একজন নেতা। এই পালক ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। আর এই ভাবেই পার্থ নেতৃত্বের সুযোগ লাভ করেছিল।

লক্ষ্য করুন যে, পার্থকে যুবনেতা হিসাবে আহ্বান করা হয়েছিল এবং একই সময়ে তাকে তার পালকের নিয়ন্ত্রণেও থাকতে হয়েছিল। এই বিষয়টি স্মরণ রাখুন ঃ বেশীর ভাগ খ্রীষ্টিয় নেতৃত্ব হলো মাধ্যমিক নেতৃত্ব। পরে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো। বেশীর ভাগ খ্রীষ্টিয় নেতা অন্য নেতার অনুসরণ করেন এবং তারা সকলে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন।

পার্থকে যখন নেতা বলে ঘোষণা করা হলো, তখন তার মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, তা আমরা একবার লক্ষ্য করি। সে মনে করেছিল যে, ঈশ্বর তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সে সকলের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়েছিল। এ ছাড়াও সে ঘোষণা করেছিল যে, সে যত্নের সাথে পরিকল্পনা করবে এবং স্পষ্টভাবে সবাইকে নির্দেশ দান করবে। ঈশ্বরের কাজের বৃদ্ধিলাভ সে আশা করেছিল।

পার্থ'র সব কিছুই যেন ভাল মনে হচ্ছে। কিন্তু তার চিন্তাধারার মধ্যে কি আপনি কোন ভুল দেখতে পাচ্ছেন? তার কি গর্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না? তার পদমর্যাদা সম্পর্কে তাকে কি একটু অহংকারী বলে মনে হচ্ছে না? অন্যদের নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে তার ক্ষমতা ব্যাবহার করতে তাকে কি একটু বেশী ব্যস্ত বলে দেখা যাচ্ছে না? নেতৃত্বের অধিকার পাওয়ার পর একজন খ্রীষ্টিয়ানের কেমন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা উচিৎ?

বাইবেল থেকে নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতাসমূহ আলোচনার মাধ্যমে আমরা এইসব প্রশ্নের উত্তরলাভে সাহায্য পাই। এর একটি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত উদাহরণ হলো যোষেফের জীবনী। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের আচার-আচরণ ও নেতৃত্বের নীতিমালার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ হিসাবে ঈশ্বর এটি আমাদের জন্য সংরক্ষিত করেছেন।

এই ঘটনাটি আপনার জানা থাকলেও এখন আবার পড়ে নেওয়া উচিৎ, কারণ আমরা এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি লক্ষ্য করবো, যা হয়তো আপনার কাছে একদম নতুন মনে হবে। আদি-পুস্তক ৩৭, ৩৯ ও ৪৮ অধ্যায়ে পুরো ঘটনাটি আমরা দেখতে পাই। নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রধান আলোচ্য স্থানগুলি হলো ঃ ৩৭ ; ৩৯-৪২ ; ৪১ ঃ ১-২৫ ; ৪৩ ঃ ১, ১৫, ২৪-৩১ , ৪৫ ঃ ১-১৫ পদ। দেখে মনে হচ্ছে বাইবেলের লম্বা একটি অংশ আপনাকে পড়তে হবে, কিন্তু পড়তে পড়তে দেখবেন এটি সত্যিই আনন্দদায়ক এবং মূল্যবান।

পরে আমরা ঘটনাটির একটি সারাংশ লক্ষ্য করবো। এখানে আমরা যোষেফের কতগুলি চারিত্রিক গুণাবলী পর্যালোচনা করবো এবং যোষেফ কি ধরনের লোক ছিলেন—এই প্রশ্নটির উত্তর পেতে চেষ্টা করবো।

এই জন্য আমরা মূল তিন ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করবো। এইগুলি হলো ঃ ব্যক্তিগত যোগ্যতা, অনুভূতি, চিন্তাধারা এবং কাজ। নেতা হিসাবে কারও সাফল্য এগুলির উপর নির্ভর করে।

নেতৃত্বদান সম্পর্কে কোন বই পড়লে পর আপনি দেখতে পাবেন যে, কোন নেতার ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলীকে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট ব'লে, তার অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে নেতৃত্বের মনোভাব ব'লে এবং তাঁর কাজগুলিকে নেতৃত্বের আচরণ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সবগুলিকে একত্রে বুঝানোর জন্য আমরা পাঠ্যবইয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট শব্দটি ব্যবহার করবো। কিন্তু তবুও এই শব্দ বা নামগুলি আপনার জানা লাভজনক। তাই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় এগুলিকে আমরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করবো।

৫। বৈশিষ্ট, মনোভাব ও আচরণ—এই নামগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আসুন এখন আমরা একটি অনুশীলনী করি। পার্থ গনসালভেজের সম্বন্ধে নীচে দেওয়া বাক্যগুলির সাথে ডান পাশে দেওয়া শব্দগুলির মিল দেখান।

.....ক) পার্থ দৃঢ়তার সাথে হাসিমুখে এগিয়ে গেল।	১। বৈশিষ্ট
.. ...খ) পার্থ একজন ভাল নেতা হতে পারবে বলে বিশ্বাস করেছিল।	২। মনোভাব
	৩। আচরণ
..... গ) পার্থ ছিল বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান।	
.....ঘ) পার্থ সুনিশ্চিত ছিল।	
.....ঙ) পার্থ স্পষ্ট নির্দেশ দান করেছিল।	

যোষেফ—দাসদের নেতা ঃ

"তুই কি আমাদের উপর বাহাদুরী করতে চাস? আমাদের কর্তা হবি তুই!" যোষেফ যখন তার ভাইদের কাছে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছিল, তখন এই ধরনের ঠাট্টাপূর্ণ ভাষায় তাঁরা তাকে উত্তর দিয়েছিল। যোষেফ স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে এক মহান নেতা হবে। তাঁর ভাইয়েরা এমন একটি ভুল ধারণায় বিশ্বাস করতো যা অনেক লোকই সাধারণতঃ করে থাকে। তাঁরা মনে করেছিল যে নেতৃত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হোল অন্য লোকদের উপর একজনের খবরদারী বা বাহাদুরী প্রতিষ্ঠা করা।

বাইবেলে উল্লিখিত যোষেফের ঘটনায় আমরা একথা বুঝতে পারি যে, এই ধরনের নেতৃত্ব ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। স্বপ্ন বলার সময় যোষেফের মনে হয়ত কিছুটা গর্ব হলেও হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের কোন কিছুতেই প্রমাণিত হয় না, যে সে অহংকারী বা অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর ছিল। এই স্বপ্নের সম্পর্কে তার অনুভূতিকে বরং আমরা হতবাক্ হওয়া বা বিমূঢ়তা বলে বর্ণনা করতে পারি, যা সে তার পরিবারের কাছে খোলাখুলিভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছিল। কোন উদ্দেশ্যর জন্য ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হওয়ার অনুভূতিই সে যেন লাভ করেছিল। আমরা এই চিন্তায় বিশ্বাস করি, কারণ পরবর্তী সময়ে, আমরা তাকে তার ভাইদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে দেখতে পাই যে, ঈশ্বর তাকে নেতৃত্বের পদ দিতে চেয়েছিলেন তার নিজের সুবিধার জন্য নয় কিন্তু অনেক লোকের পক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য।

সম্ভবতঃ যোষেফ তার যৌবনকালে এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হননি, কিন্তু স্পষ্টতঃই আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর যে তাকে পরিচালিত করছেন সেই সত্যটি তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। বাইবেলের এই ঘটনায় আমরা এই কথাটি প্রায়ই দেখতে পাই। সদাপ্রভু যাকোবের সহবর্তী ছিলেন। যোষেফ এই বিষয় নিশ্চয় অবগত ছিলেন। তার জীবন দেখলে আমরা লক্ষ্য করি যে, ঈশ্বরের পরিচালনা সম্পর্কে তিনি দৃঢ় নিশ্চিত ও সদা জাগ্রত ছিলেন।

৬। যোষেফের জীবন থেকে ঈশ্বরের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন শিক্ষা কি আপনি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন? ঈশ্বর কেন নেতাদের মনোনীত করেন?

.....

.....

যোষেফকে তার হিংসুটে ভাইয়েরা যখন দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়, তখন বণিকেরা তাকে মিসরে নিয়ে আসে এবং একজন সরকারী কর্মচারীর কাছে বিক্রি করে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে অন্যান্য দাসদের মধ্যে নেতার স্থান দেওয়া হয়। এটি মাধ্যমিক নেতৃত্বের একটি উদাহরণ নয় কি? যোষেফ একজন ক্রিতদাস ছিল এবং তার প্রভুর আদেশ তাকে মানতে হতো। মনিবের সমস্ত

কাজগুলি সুসম্পন্ন করবার জন্য একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়েছিল। সেই জন্য যোষেফকে তিনি একজন মাধ্যমিক নেতা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট কতগুলি দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলেন। মনিবের গৃহস্থালী ও ব্যবসার সমস্ত কাজের ভার যোষেফকে দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ তাকে সম্পত্তি, অর্থ ও লোক এ সব কিছুর তত্ত্বাবধান করতে হবে। বাইবেল বলে যে, যোষেফের সমস্ত কাজে ঈশ্বর সাফল্য দিয়েছিলেন। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, যোষেফের প্রতি তার প্রভুর লক্ষ্য ছিল। এর থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, যোষেফ তার নিজের কাজের সাফল্যের উৎস হিসাবে ঈশ্বরকে ঘোষণা করেছিলেন। ঈশ্বর তার সাথে থাকার অর্থ এই না যে, তার কাজ খুবই সহজ ছিল, কিন্তু তার অর্থ হল ঈশ্বর তাকে সেগুলি করবার শক্তি, সাহস ও বিশ্বাস দিয়েছিলেন।

তার প্রভুর স্ত্রী যখন অসৎ কাজে লিপ্ত হবার জন্য তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে, তখনই যোষেফের জীবনে কঠিন সমস্যার শুরু হয়। কিন্তু যোষেফ তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলে, "আমার ক্ষমতার অপব্যবহার আমি কখনই করবো না। আমার প্রভু যিনি আমাকে বিশ্বাস করে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করেছেন, আমি কখনও তার বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। ঈশ্বর যিনি আমাকে আশির্বাদ করেছেন আমি কখনও তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করবো না।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, যোষেফ তার প্রভুর বাধ্য ছিল এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর বাক্যকে সম্মান করেছিল। কিন্তু সেই মহিলা তাকে বার বার প্রলোভনের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়ে তার উপর রেগে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত সে যোষেফকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে কারাগারে বন্দীদশায় পাঠিয়েছিল।

৭। যোষেফের বৃত্তান্তে আমরা দেখতে পাই যে, নীচু বা হীন অবস্থায়ও কোন লোক প্রভাবশালী নেতার স্থান দখল করতে পারে। নীচের যে দুইটি বাক্য যোষেফের সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি বর্ণনা করে সেগুলি চিহ্নিত করুন।

ক) তার অধীনস্থ লোকদের কাছ থেকে তিনি সম্পূর্ণ বাধ্যতা দাবি করেছিলেন।

খ) তার উচ্চপদস্থ লোকদের ক্ষমতাকে তিনি সম্মান করেছিলেন।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছিলেন।

ঘ) তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তার কাজকে সহজ করে দেবেন।

যোষেফ বন্দীদের নেতা ঃ

কারাগারের বন্দীদশায় যোষেফের নিশ্চয় মনে হয়েছিল যে, তার নেতা হবার স্বপ্ন বোধহয় আর বাস্তব হবে না। তিনি তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং যাদেরকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছেন, তারাই এখন তার বিরুদ্ধে। তার প্রকৃত নেতৃত্বদানের চরিত্রের প্রমাণ আমরা এখানেই দেখতে পাই, কারণ এত কিছু পরও তিনি কখনই বলেননি যে, "আর কি বলবো, মানুষ তো এ রকমই। কারও উপর নির্ভর করা যায় না।"

যোষেফ খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তার উপর যে অন্যায় বিচার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকলেন এবং সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হোল যে, তিনি দক্ষতার সাথে কাজ করতে থাকলেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকলেন। কারাবদ্ধ জীবনও যোষেফের উপরে ঈশ্বরদত্ত স্বপ্নের প্রভাব দমিয়ে রাখতে পারল না। আবার তার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বাইবেলে যদিও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই কিন্তু লেখা আছে, সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন এবং তিনি তাকে উন্নতি দান করলেন। কারারক্ষক অন্যান্য বন্দীদের ভার তার উপর ন্যাস্ত করলেন এবং দেখাশুনার সমস্ত কাজ তার আদেশে চলতে থাকলো।

কারারক্ষক কিভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বর যোষেফের সহবর্তী? একজন লোকের জীবনে যে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা রয়েছে, তা কিভাবে সে কারাগারের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন? কারারক্ষক কি দেখতে পেয়েছিলেন? এই প্রশ্নগুলি স্মরণে

রাখুন। পরে যখন আমরা যোষেফের ঘটনার সাথে নেতৃত্বদানের নীতিগুলির পর্যালোচনা করবো, তখন দেখতে পাব যে, তিনি একজন সফল নেতার উপযুক্ত গুণাবলীই প্রকাশ করেছিলেন।

যোষেফ যখন কারাগারে ছিলেন, তখন মিসর রাজের দুইজন কর্মচারী—পানপাত্র বাহক ও মোদক—অন্যায়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। যোষেফ কয়েদীদের উপরে ছিলেন বলে তাদের দুইজনকেও তারই অধীনে কারাগারে রাখা হোল। একদিন যোষেফ দেখতে পেলেন যে, তাদের দুইজনকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বুঝতে পেরে যোষেফ তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা বিষণ্ণ কেন?" তারা বল্ল যে, তারা এমন একটি স্বপ্ন দেখেছেন, যা তাদেরকে খুবই চিন্তিত করে তুলেছে। এ অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে বরং যোষেফ তাদের বললেন, "ঈশ্বর তোমাদের স্বপ্নের অর্থ আমাদের জানাতে পারেন।" ঈশ্বরের উপর যোষেফের পূর্ণ আস্থা এবং সহভাগীতা ; এর থেকে আমরা পুনরায় লক্ষ্য করি—

ঈশ্বর যোষেফকে স্বপ্নের আসল অর্থ জানাচ্ছিলেন এবং তিনি তাদেরকে এর অর্থ খুলে বললেন। পানপাত্র বাহকের জন্য এর অর্থ হোল সে শিঘ্রই মুক্তি পাবে এবং রাজকার্যে তার পূর্বের অধিকার ফিরে পাবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভাব্য সুযোগ মনে করে যোষেফ তাকে বললেন, "তুমি যখন রাজার সামনে যাবে তখন দয়া করে আমার কথা তাকে বলবে এবং অনুরোধ করবে যেন তিনি আমার জন্য কিছু করেন।"

"ঠিক আছে," পানপাত্র বাহক উত্তর দিল। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর সে যোষেফের কথা একদম ভুলেই গেল। আর একটি বার আমরা একজন লোককে দেখতে পাই যোষেফকে নিরাশ করতে।

এ ঘটনার দুই বছর পর ফরৌণ রাজ একটি দুঃস্বপ্ন দেখতে পান। কেউ তার এ স্বপ্নের অর্থ বলতে পারে কি-না, তা তিনি অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। আর এ সময়ই পানপাত্র বাহকের কারাগারের ঘটনাটি মনে পড়ে। রাজাকে সে যোষেফের কথা জানায়। কারাগার থেকে যোষেফকে রাজার সামনে নিয়ে আসা হয় এবং যোষেফ ঈশ্বর সদাপ্রভুকে সমস্ত গৌরব ও সম্মান দিয়ে স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

৮। যোষেফকে কারাগার থেকে মুক্ত করবার জন্য ঈশ্বর আরেকটি লোকের স্বপ্ন কাজে লাগিয়েছিলেন। এই স্বপ্নের সম্বন্ধে যোষেফ কিভাবে জানতে পারলেন? সঠিক উত্তরটির সামনে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

ক) যোষেফ বন্দীদের তার কাছে পরামর্শের জন্য আসতে বলেছিলেন।

খ) যোষেফ বন্দীদের কাছে গিয়েছিলেন এবং তারা চিন্তিত কেন, তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

৯। ৮ নং প্রশ্নের উত্তরটি যোষেফের চরিত্র সম্পর্কে কি প্রকাশ করে?

ক) অন্য লোকদের সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল।

খ) তিনি চেয়েছিলেন যেন অন্য লোকেরা তার পদমর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে।

যোষেফ—বিজয়ী নেতা ঃ

যোষেফ রাজাকে বললেন, "স্বপ্নটির অর্থ হোল, একটি মহা দুর্ভিক্ষ আসন্ন।" "দেশে প্রথম সাত বছর প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খাবার তখন পাওয়া যাবে। আবার সাত বছর হবে মহা দুর্ভিক্ষ, যখন কোন ফসল জন্মাবে না। মানুষ এ দেশে এবং আশে-পাশের সব দেশে অনাহারে কষ্ট পাবে। প্রাচুর্য্যের সাত বছর আপনার উচিৎ হবে খাদ্য সংগ্রহ করে রাখা আর তাহলে দুর্ভিক্ষের সাত বছর খাবার পাওয়া যাবে।"

যোষেফের এই জ্ঞানের বাক্য শুনে রাজা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে এই দায়িত্ব দিতে চাই। যে পরিকল্পনার কথা তুমি বললে, তা নিজেই পরিকল্পিত কর।" এর ফলে যোষেফ বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হলেন এবং রাজার পরেই নেতৃত্বের পদ লাভ করলেন। তিনি সমস্ত পরিচালনা করলেন এবং প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করে গোলায় ভরলেন।

যোষেফের কাছে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন ঠিক সেভাবেই সব ঘটলো। যখন দুর্ভিক্ষ আসল, তখন খাদ্য বিতরণ শুরু হোল এবং লোকেরা অনাহারে মৃত্যুবরণ থেকে রক্ষা পেল। আশে-পাশের দেশ থেকে

অনেকেই খাবার কিনবার জন্য মিসরে আসতে থাকল। যোষেফের ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোল।

একদিন যোষেফ যখন বিদেশীদের কাছে শস্য বিক্রয় তত্ত্বাবধান করেছিলেন, তখন তার ভাইদের তিনি তাদের মধ্যে পেলেন। তারা তাকে চিন্‌তে পারল না, কারণ যুবক অবস্থায় দাস হিসাবে তারা যখন তাকে বিক্রি করেছিল তার থেকে এমন রাজকীয় পোষাকে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম দেখাচ্ছিল। কিন্তু যোষেফ তাদেরকে চিন্‌তে পেরেছিলেন। তারা তার সম্মুখে এগিয়ে এসে একজন রাজা হিসাবে তাকে প্রনাম করল। ভাইদের ও অন্যান্যদের উপরে নেতা হবার স্বপ্নের সম্পূর্ণতা এতদিন পরে এসে প্রমাণিত হোল।

যোষেফকে আমরা তার পদমর্যাদার জন্য অহংকার করতে কিংবা তার প্রতি ভাইদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে দেখতে পাই না। তিনি তাদেরকে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এটি তিনি করেছিলেন দয়ালুভাবে এবং তাদেরকে বলশালী করবার উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের সামনে ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন এবং পরিবারের সকলের জন্য আনন্দে ও আবেগে কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন।

ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত একজন নেতা হিসাবে তার সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হোল, তিনি তার ক্ষমতা ও বিজয়ের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেও কখনও ভোলেননি যে, এক মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অন্যদের উপকার যোগানোর জন্যই ঈশ্বর তাকে এই নেতৃত্ব দান করেছেন।

১০। আদি ৪৫ঃ ৪-১৩ পদ আবার পড়ুন। কোন কোন নেতা লোকদেরকে পূর্বেকার ভুলগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন এবং কোন রকম অন্যায় দেখলে তাদেরকে তিরস্কার বা নিন্দা করে থাকেন। যোষেফ কি তার ভাইদের তিরস্কার করেছিলেন?

.....

.....

নেতৃত্বের বৈশিষ্টসমূহ ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ জানতে পারা এবং এগুলির উদাহরণ ও বর্ণনা চিন্‌তে পারা।

যারা যারা নেতৃত্বের বিষয়টি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন, তারা কেউই "আদর্শ নেতা"-র বর্ণনা করতে যাবেন না। কারণ দেখা গেছে কৃতকার্য নেতাদের কিছু সংখ্যকের মধ্যে এক ধরনের বৈশিষ্ট, আবার অন্যদের আরেক ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট রয়েছে। এই বিষয়ের উপর হাজার হাজার বই রচনা করা হয়েছে। একটি বইয়ে নেতাদের জন্য প্রায় ৩৩৯টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য বইয়ের লেখকরা একমত হয়েছেন যে, চারিত্রিক বৈশিষ্টের আলোকে নেতৃত্বদানকে কখনই বোঝা সম্ভব না, সুতরাং এই বিষয় আলোচনা করার কোন দরকার নেই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক কার্যাবলী, মনোভাব বা আচরণ কখনই একজন কৃতকার্য নেতাকে বর্ণনা করতে পারে না। কিন্তু নেতৃত্বের বৈশিষ্টসমূহ আলোচনা আমরা মূল্যবান বলে মনে করি। যোষেফের সম্পর্কে আলোচনায় আমরা ইতি মধ্যেই তা করতে শুরু করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তার বৈশিষ্ট (কি ধরনের লোক তিনি ছিলেন), তার মনোভাব (যে ভাবে তিনি চিন্তা করতেন, উপলব্ধি করতেন) এবং তার আচরণ (যেভাবে তিনি কাজ করতেন)। একসাথে মিলে তাকে কৃতকার্য নেতায় পরিণত করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ফরৌণের কথা থেকে আমরা জানতে পারি যে যোষেফ জ্ঞানবান ও সুবুদ্ধি ছিলেন (আদি ৪১ ঃ ৩৯)। এছাড়াও আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ধৈর্য্যশীল ছিলেন, যার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার দৃঢ় নিশ্চয়তায় তিনি বহু বছর অপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, একজন ভাল নেতার দুইটি বৈশিষ্ট হোল জ্ঞান ও ধৈর্য্য। এর অর্থ এই নয় যে, যাদের এই দুইটি গুণ রয়েছে তারা সবাই ভাল নেতা। কিন্তু এর অর্থ হোল, আমাদের জীবনে যখন আমরা একজন ভাল নেতার বৈশিষ্টগুলি গড়ে তুলতে চাই, তখন

আমাদের জ্ঞান ও ধৈর্য্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্না করা উচিৎ। অর্থাৎ আমরা জ্ঞানবান ও ধৈর্য্যশীল হলে বুঝতে হবে যে, আমাদের জীবনে নেতৃত্বের কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে।

নেতৃত্বদানের উপর লেখা প্রসিদ্ধ বই ও অন্যান্য তথ্যাবলী থেকে আমরা সফল নেতার উপযোগী বলে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্টের কতগুলি তালিকা দেখতে পাই। বেশীর ভাগ তালিকায় যেগুলি দেখা গিয়েছে, সেগুলি হোল ঃ

১। সৌভ্রাতৃত্ব
২। লক্ষ্য সম্পাদন
৩। কর্মদক্ষতা
৪। মানসিক স্থিরতা
৫। দলগত সদস্যপদ
৬। নেতৃত্বের সহভাগীকরণের সামর্থ
৭। অটলতা ও নির্ভরযোগ্যতা

এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে, শুধুমাত্র নেতৃত্বদানের বইগুলির মধ্যে যে এগুলি পাওয়া যায় তা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানদের চারিত্রিক গুণাবলী হিসাবে বাইবেলেও এগুলিকে লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত নেতৃত্বদানের জন্য এগুলির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা কখনই অস্বীকার করা যায় না। যাই হোক, বাইবেলের তালিকা থেকে আমরা আরও কতগুলি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি ঃ

১। ঈশ্বরের আহ্বানের অনুভূতি।
২। মানব সমাজের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার মাধ্যম সম্পর্কে চেতনা।
৩। পবিত্র আত্মার পরিচালনার উপর নির্ভরতা।
৪। খ্রীষ্টিয় নীতি ও সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন।

১১। এই তালিকাগুলি আর একবার পড়ে নিয়ে, না দেখে এগুলি লিখতে চেষ্টা করুন। এগুলি আপনার হৃদয়ে ধরে রাখুন এবং প্রার্থনা বা ধ্যানের সময় আপনার জীবনে এগুলির পর্যালোচনা করুন। উপযুক্ত নেতা হতে এটি আপনাকে সাহায্য করবে।

এখন আমরা নেতৃত্বদানের সাতটি বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করবো ; যেগুলিকে বেশীরভাগ পণ্ডিতরা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। নেতা কেমন ?—এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা শাস্ত্রীয় শিক্ষার আলোকে

লক্ষ্য করতে চাই। পরবর্তী পাঠগুলিতে সফল নেতার মনোভাব ও কাজগুলি আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার সময় আমরা নেতৃত্ব দানের বৈশিষ্টগুলি লক্ষ্য করব।

একজন নেতা কেমন হবেন ঃ

১। **সৌভ্রাতৃত্ব**—একজন নেতা অন্যের দৃষ্টিভংগিতে সবকিছু দেখতে পারেন। অন্যরা কিভাবে চিন্তা করে তা তিনি দেখতে পারেন। অন্যরা কিভাবে চিন্তা করে তা তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন। বাইবেলে এই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি লূক ৬ ঃ ৩১ পদে, "লোকের কাছ থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার পেতে চাও, তোমরাও তাদের সংগে তেমনই ব্যবহার কোরো।" ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেন, "যারা জেলে আছে, তাদের সংগে যেন তোমরাও কয়েদী হয়েছো, আর যারা অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের সংগে যেন তোমরাও অত্যাচারিত হচ্ছো; এই ভাবে তাদের কথা মনে কোরো (ইব্রীয় ১৩ ঃ ৩)। আমাদেরকে সমব্যথী হতেও বলা হয়েছে (১ পিতর ৩ ঃ ৮)। একে অপরের ভারও আমাদের বহন করতে হবে (গালাতীয় ৬ ঃ ২)। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা ও সাক্ষ্যদানের জন্য সৌভ্রাতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের জন্যও তা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২। **লক্ষ্য সম্পাদন**—একজন নেতা লক্ষ্য নিরূপণে এবং সেগুলি সম্পাদনে কাজ করে যেতে সমর্থ। উদ্দেশ্য সম্পন্ন করবার জন্য একজন খ্রীষ্টিয় নেতা তার নিজের ও দলের জন্য লক্ষ্য নিরূপণ করেন। প্রেরিত পৌল এটি এইভাবে বলেছেন ঃ "খ্রীষ্ট যীশু আমাদের জন্য যে পুরস্কার রেখেছেন, তার জন্য ঈশ্বর আমাদের স্বর্গে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই নিশানার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি ছুটে চলেছি" (ফিলিপীয় নতুন ধারা ৩ ঃ ১৪)। পৌলের লেখাগুলির মধ্যে লক্ষ্য সম্পাদনের ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইফিষীয় ৩ ঃ ১, ১০-১১ পদ, ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১০ পদ এবং অন্যান্য জায়গায় তিনি তার "উদ্দেশ্য" "কারণ", "ইচ্ছা" এবং তার "অনন্তকালীন উদ্দেশ্য" প্রভৃতি সম্পর্কে বলেছেন।

৩। **কর্মদক্ষতা**—নেতা তার কাজগুলি ভালভাবে করেন। উদ্দেশ্য সমাপনের যোগ্যতা তার রয়েছে। তিনি ঘটনাসমূহ অবগত থাকেন এবং কাকে কিভাবে সাহায্য করতে হবে, তার উপায়ও তার জানা থাকে। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তার নিজের ও যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেন। প্রভুর কাজে দক্ষতা ও অধ্যাবসায়ের অনেক উদাহরণ বাইবেলে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যাত্রা ৩৫-৩৬ ; হিতো ১২ ঃ ২৭ ; ২২ ঃ ২৯ ; ৩১ ঃ ১০-৩১ ; ২ তীমথিয় ২ ঃ ১৫ ; যাকোব ২ ঃ ১৪-১৬ ; ২ পিতর ১ ঃ ৫-১০ পদ।

৪। **মানষিক স্থিরতা**—নেতা স্থির চিত্ত থাকেন। তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করেন, সুনিশ্চিত ও আনন্দিত থাকেন। তিনি সহজে রেগে যান না, একগুয়ে হন না এবং সহজেই নিরাশ হয়ে পড়েন না। যখন পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হয় কিম্বা কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন তিনি শান্তভাবে তা মোকাবিলা করতে পারেন। দায়ূদ এই বিষয়টিকে এমন একটি লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ করেছেন, যে সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত সমস্যায় তিনি স্থির থাকেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। তিনি বলেছেন, সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক ; (গীত ২৭ ঃ ১৪)। ইফিষীয় ৪ ঃ ৩১, ২ তীমথিয় ৪ ঃ ৫ এবং ১ পিতর ৪ ঃ ৭ পদ।

৫। **দলগত সদস্যপদ**—নেতা নিজেকে দলের অংশ বলে দৃঢ়ভাবে মনে করেন। সামগ্রিক স্বার্থকে তিনি বড় বলে মনে করেন এবং সবার সাথে কাজ করতে আনন্দ পান। খ্রীষ্টিয়ান নেতার জন্য এটাই হোল ১ করিন্থীয় ১২ এবং ইফিষীয় ৪ অধ্যায়ে বর্ণিত দেহের সম্পর্ক। খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের জন্য এই কথা বুঝা খুবই আবশ্যক যে, একটি দেহের অংগ-প্রত্যংগের মত, প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত পূর্ণতা ও উপকার লাভ করবার জন্য, তাদেরকে অন্যান্য প্রত্যেকের সাথে এক সহভাগীতায় বেড়ে উঠতে হবে (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৬)। দেহের প্রত্যেকটি অংগ অন্যান্য অংগের বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করে। ঈশ্বরের

লোকেরা যখন একসাথে কাজ করে তখন সেখানে অনেক ধরনের দায়িত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং নেতৃত্ব হোল, তারই একটি। সুতরাং নেতার অস্তিত্ব তার অনুসরণকারীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৬। **নেতৃত্বের সহভাগীকরণের সামর্থ**—অন্যান্য নেতাদের সাথে নেতা ভালভাবে কাজ করেন। একজন মাধ্যমিক নেতার স্থান তিনি গ্রহণ করতে পারেন এবং তার উর্দ্ধতন নেতাদের বাধ্যতা ও তাদের সম্মান সহকারে অনুসরণ করতে পারেন। তিনি সাহায্য-কারী নেতাদের নিয়োগ করতে পারেন এবং বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের উপর নির্ভর করতে পারেন। এই বৈশিষ্টটি দলগত সদস্যবাদের বৈশিষ্টটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে অন্যদের প্রতি বিনয়, নির্ভরতা ও সম্মানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একজন ভাল নেতার অন্যদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকে এবং একজন খ্রীষ্টিয়ান নেতা জানেন, যে মানুষ বা সৃষ্টির সেরা জীবের মধ্য দিয়ে কাজ করাই হোল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। সুতরাং প্রত্যেকের মধ্যকার দানগুলি বা আহ্বানগুলিকে আমাদের সম্মান করতে হবে। ইফিষীয় ৫ ঃ ২১ পদে আমাদের বলা হয়েছে, "খ্রীষ্টিয় প্রীতি-ভক্তির দরুন তোমরা একে অন্যকে মেনে নেওয়ার মনোভাব নিয়ে চল।" পৌল তার সাহায্য-কারী ও সহকার্যকারীদের প্রায়ই কৃতজ্ঞতা ও তাদের কাজের উপযুক্ত স্বীকৃতি জানিয়ে প্রকৃত নেতার আদর্শ দেখিয়েছেন। ফিলিপীয় ৪ ঃ ১-৩ ; কলসীয় ৪ ঃ ৭-১৪ ; ১ থিষলনীকীয় ১ ঃ ২-৪ ; -এর কয়েকটা উদাহরণ।

৭। **অটলতা ও নির্ভর যোগ্যতা**—নেতা অটল থাকেন এবং তার উপর নির্ভর করা যায়। দল থেকে তিনি যা আশা করেন তা তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সদ্ভাবে তাদের জানান এবং তারপর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার জন্য তিনি তাদের সাহায্য করেন। কোন কাজ নিয়েই তিনি অতিরিক্ততা করেন না এবং শেষে তা একদম ভুলে যান না। কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ করে তিনি কখনও তার চিন্তাধারা পরিবর্তন করেন না। তিনি তার কথা রক্ষা করেন এবং অন্যদের জন্য যে নিয়ম করেছেন তা নিজেও পালন করেন। যীশু স্পষ্টভাবেই বুঝিয়েছেন যে, খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার জন্য অটলতা ও নির্ভর-

যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। "লাংগলে হাত দিয়ে যে পিছন দিকে তাকিয়ে থাকে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত নয়" (লূক ৯ ঃ ৬২)। পৌল বলেছেন, "শক্ত হয়ে দাঁড়াও; কোন কিছুই যেন তোমাদের নড়াতে না পারে। সব সময় প্রভুর কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে দিয়ে দাও" (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫৮)। এছাড়াও গালাতীয় ৫ ঃ ১ এবং ইফিষীয় ৪ ঃ ১৪ দেখুন।

১২। এখানে যোষেফের মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে সাতটি বাক্য দেওয়া হয়েছে। এর প্রত্যেকটির সাথে ইতিমধ্যে দেওয়া নেতৃত্বের বৈশিষ্ট সমূহের সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেকটি বাক্যের সামনে সঠিক বৈশিষ্টটির সংখ্যা লিখুন।

..... ক) তিনি ফরৌণকে বললেন, "সাত বছরের জন্য আমরা যথেষ্ট খাবার জমা করে রাখবো।"

.....খ) পানপাত্র বাহক তার কথা ভুলে গেলেও তার উপর রাগ করলেন না।

.....গ) পরিবারের সাথে তার সম্পর্কের কথা তার স্মরণ ছিল এবং তাদের মংগলের জন্য তিনি দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন।

.....ঘ) দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যেতে থাকলেও তিনি ঈশ্বরের উপর আস্থাশীল থাকলেন এবং বিশ্বস্তভাবে তার কাজ করে গেলেন।

.....ঙ) তিনি জানতেন যে, তার ভাইয়েরা অপরাধ বোধ করছে, তাই তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন।

.....চ) তার প্রভু এবং কারারক্ষক দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনি সমস্ত কাজ উত্তমভাবে করেন।

.....ছ) তিনি তার প্রভু, কারারক্ষক এবং রাজার প্রতি বাধ্য ও শ্রদ্ধা-শীল ছিলেন।

এই পাঠে আমরা কি কি শিখেছি, আসুন তা আরেকটিবার লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ আমরা একজন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা পার্থ গন-সালভেজের বিষয় আলোচনা করেছি। তারপর আমরা বাস্তব জীবনে একজন নেতার বৈশিষ্ট, মনোভাব ও আচরণগুলি জানবার জন্য বাইবেল থেকে যোষেফের জীবনী আলোচনা করেছি। সবশেষে আমরা

নেতৃত্বদান সম্পর্কে পণ্ডিতদের বিভিন্ন বইয়ে দেওয়া নেতৃত্বদানের বৈশিষ্টসমূহের একটি তালিকা লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, একজন ভাল নেতার এই বৈশিষ্টগুলি একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানেরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং যোষেফ তার জীবনে এই সবগুলি প্রতিফলিত করে উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

আরেকটিবার পার্থ'র সম্পর্কে চিন্তা করুন। আরো ভাল নেতা হবার জন্য আমরা কি উপদেশ তাকে দিতে পারি? তার কতগুলি সমস্যা বা ভুল সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কি আপনি কিছু লক্ষ্য করেছেন? প্রথমে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে একজন মাধ্যমিক নেতা, যাকে মণ্ডলীর পালক ও সদাপ্রভুর অধীনে কাজ করতে হবে। এরপর, তার আরও নম্র মনোভাবের প্রয়োজন রয়েছে। তাকে সাবধান থাকতে হবে যেন ভাইদের উপর বা অন্যান্য যুবক-যুবতীদের উপর দায়িত্ব লাভের চিন্তা করে সে আনন্দ না করে। তাকে বুঝতে হবে যে খ্রীষ্টিয়ান নেতা হওয়া থেকে একটি বাণিজ্যিক কোম্পানীর বড় সাহেব হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যোষেফ একজন আদর্শ নেতা; তিনি তার উচ্চ পদস্থ কি অধীনস্থ সকলকেই সম্মান করেছেন। শুধুমাত্র অন্যদের নির্দেশ দেওয়া থেকেও একজন ভাল নেতা আরও বেশী কিছু করে থাকেন। তিনি অন্যদের সাথে কাজ করেন। অন্যদের ভুল তিনি সহজেই ক্ষমা করেন এবং বার বার নিরাশ করা সত্বেও তিনি লোকদের ভালবাসেন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তম কিছুর প্রত্যাশা করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি তাদেরকে আরো ঐশ্বরিক জীবন যাপনে সচেষ্ট করবেন, যেমন যোষেফ তার ভাইদের জন্য করেছিলেন।

পরীক্ষা—১

সঠিক উত্তরটিতে দাগ দিন।

১। "ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেতৃত্বদানের স্থান" কথাটির দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে ঃ—

ক) ঈশ্বরের বেশ কিছু কাজ রয়েছে এবং তিনি পূর্বঘোষিত উপায়ে সেগুলি সম্পন্ন করেন।

খ) ঈশ্বর নিখুঁত আত্মিক সদস্যদের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করে থাকেন।

গ) উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে।

ঘ) মানুষদের ব্যবহার করে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করবার কায়দা ঈশ্বর জানেন।

২। ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হোল, তাঁর কাজ সম্পন্ন হবে ঃ—

ক) ভাল কাজ করতে ইচ্ছুক, বিশ্বস্ত ও উৎসর্গীকৃত লোকদের মাধ্যমে।

খ) সেই লোকদের দ্বারা, যাদেরকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনোনীত করেছেন, পরিচালিত করেছেন এবং শক্তি দিয়েছেন।

গ) বাধ্য স্বর্গদূতদের দ্বারা, যাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবার শক্তি ও উপলব্ধি রয়েছে।

ঘ) সেই লোকদের দ্বারা, যাদেরকে তিনি তাঁর কাজ করতে বাধ্য করেন।

৩। ঈশ্বরের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করে যে ঃ—

ক) তাঁর উদ্দেশ্য এবং কিভাবে তা সম্পন্ন করবেন, সে সম্পর্কে ঈশ্বর পূর্বেই অবহিত থাকেন।

খ) পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যর জন্য তিনিও তাঁর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে যাচ্ছেন।

গ) একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ।

ঘ) পূর্বঘোষিত পথের সাথে সংগতি রেখে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হন।

৪। নেতৃত্বদান যে ঈশ্বরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, নীচের একটি ছাড়া অন্য সব ক'টি বাক্য তার প্রমাণ ; সেটি কোন্‌টি তা দেখিয়ে দিন।

ক) নেতৃত্বদানের শাস্ত্রীয় গুণাবলী ও দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) নেতৃত্বদানের জন্য সরাসরি আহ্‌বান ও নির্দেশের বিবরণ আমরা বাইবেলে দেখতে পাই।

গ) বাইবেল নেতৃত্বদানের ধারণাটিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং নেতৃত্বের দানগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করে।

ঘ) সমর্থ লোকের জন্য সংস্কৃতিগত প্রত্যাশা এবং সামাজিক প্রয়োজন নেতৃত্বদানের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে।

৫। মাধ্যমিক নেতৃত্ব খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বদানের একটি প্রধান নীতি। এর অর্থ হোল খ্রীষ্টিয়ান নেতারা ঃ—

ক) শুধুমাত্র সদাপ্রভুকেই অনুসরণ করেন।

খ) অন্যান্য নেতাদের অনুসরণ করেন এবং প্রত্যেকে সদাপ্রভুকে অনুসরণ করেন।

গ) তাদের নিজেদের এবং সদাপ্রভুর ইচ্ছা অনুসরণ করেন।

ঘ) তারা সীমিত ক্ষমতা লাভ করেন এবং ঈশ্বরের অধীনে নেতৃত্বদানের জন্য একমত হন।

৬। একজন সরকারী কর্মকর্তার ঘরে কাজ করবার সময় যোষেফ নেতৃত্বের যে দুইটি নীতি পালন করেছেন, সেগুলি হোল ঃ—

ক) উচ্চ পদস্থদের সম্মান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য।

খ) অধিকন্তু লোকদের কাছ থেকে বাধ্যতা লাভ করবার জন্য শক্তি ও ভীতি প্রদর্শন।

গ) সকলকে খুশী করবার আকাংখ্যা এবং জনপ্রিয় হবার প্রচেষ্টা।

ঘ) আত্মসংবরণের জন্য তার অনুভূতি এবং চরম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য তার আকাংখা।

৭। একজন উপযুক্ত নেতার যোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহ আমরা যোষেফের জীবনে দেখতে পাই। যেমন—ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস, কার্য-ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা এবং

ক) প্রত্যাশা যে, তার মংগলের জন্য শিগ্রই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

খ) সৌভাগ্যহীন লোকদের জন্য সমবেদনা।

গ) অন্য লোকদের বিষয়ে আগ্রহ ও তাদের জন্য চিন্তা।

ঘ) মানুষ যে অন্যকে নিরাশ করতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান।

৮। তার নিজের জীবন ও পরিবার সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কার্যকারীতা দেখবার আগে যোষেফের জীবনে অনেক সমস্যাপূর্ণ বছর কেটে গিয়েছিল। এ সময় তার ভাইয়েরা যখন এসে তার পায়ে পড়লো তখন তিনি নেতৃত্বের কি গুণগুলি প্রকাশ করেছিলেন ?

ক) ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তার স্থানের জন্য গর্ব, "আমি তোমাদেরকে তখনই বলেছিলাম" এ ধরনের একটি মনোভাব এবং তাদের ভুলগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় একটি আকাংখা।

খ) কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা, সাংগঠনিক দৃঢ়তা এবং ন্যায় বিচার।

গ) সহানুভূতি, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তার স্থান সম্পর্কে উপলব্ধি, ক্ষমা এবং প্রেম।

ঘ) প্রতিশোধ যে ঈশ্বরের কাজ, তার স্বীকৃতি, ঈশ্বরের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ উপলব্ধি এবং মানুষের অমানবিকতা মেনে নেওয়া।

৯। নিরাশ না হয়ে বছরের পর বছর নিরলস পরিশ্রম এবং ফরৌণকে দত্ত সৎ পরামর্শ, যোষেফের জীবনের কোন দুইটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট বর্ণনা করে ?

ক) কর্মদক্ষতা ও তথ্য সমৃদ্ধতা।

খ) ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ এবং রাজনৈতিক যোগ্যতা।

গ) দীর্ঘ দুঃখ-ভোগ ও সাংগঠনিক ক্ষমতা।

ঘ) ধৈর্য্য ও জ্ঞান।

১০। একজন ফলবান নেতার উপযোগী মনোভাব যোষেফ প্রদর্শন করেছেন। ভাইদের সাথে সম্মিলিত হবার পর তিনি নীচের একটি কাজ বাদে আর সবগুলি করেছিলেন। নীচের কোন্‌টি তিনি করেন নি ?

ক) তিনি গর্ব করেন নি বা প্রতিশোধ নিতেও চেষ্টা করেন নি।

খ) অন্যদের উপকারের জন্য ঈশ্বরের কার্যকারী হিসাবে তিনি নিজেকে বুঝতে পেরেছেন।

গ) তিনি তার পূর্বের স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘ) ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যেই তিনি এই পুরো ঘটনাটি স্থাপন করেছেন।

১১—১৭। নীচের প্রতিটি নেতৃত্বদানের বৈশিষ্টের ব্যাখ্যায় সঠিক বৈশিষ্টটি উল্লেখ করুন। পাঠের মধ্যে দেওয়া নেতৃত্বদানের সাতটি বৈশিষ্ট এখানে দিয়ে দেওয়া হোল।

সৌভ্রাতৃত্ব	দলগত সদস্যপদ
লক্ষ্য-সম্পাদন	নেতৃত্বের সহভাগীকরণের সামর্থ
কর্মদক্ষতা	অটলতা ও নির্ভরযোগ্যতা
মানসিক স্থিরতা	

১১। সমস্যার সৃষ্টি হলে এবং পরিকল্পনা মাফিক্ সব কিছু না হলেও যখন একজন নেতা মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যান, তখন তার এই ক্ষমতাকে বলা হয়.....

১২। ..... হোল একজন নেতার অন্যান্য নেতাদের সাথে এবং এমনকি তার উপরস্থ ও নীচস্থ প্রত্যেকের সাথে ভাল ভাবে কাজ করবার যোগ্যতা।

১৩। অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের দৃষ্টিভংগীতে বিচার বিবেচনা করবার কোন নেতার ক্ষমতাকে ..... বলা হয়ে থাকে।

১৪। .....বলতে সেই নেতার বৈশিষ্টকে লক্ষ্য করা হয়েছে যিনি স্পষ্ট ভাবে তার লোকদের সাথে যোগাযোগ করেন, পরিকল্পনা মাফিক্ সকলকে কাজ করাতে সাহায্য করেন, তার কথা ঠিক রাখেন এবং অন্যদের জন্য যে নিয়ম করেছেন তা নিজেও পালন করেন।

১৫। .....হোল সেই নেতার বৈশিষ্ট যিনি লক্ষ্য নিরূপণ করেন এবং সেগুলি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যান।

১৬। যখন কোন নেতা দলের অংশ বলে নিজেকে দৃঢ়ভাবে মনে করেন, সার্বজনীন কল্যাণের জন্য সজাগ থাকেন এবং অন্যদের সাথে কাজে আনন্দ পান, তখন আমরা বলে থাকি যে তিনি নেতৃত্বের .... বৈশিষ্টটি লাভ করেছেন।

১৭। .....হোল সেই নেতার বৈশিষ্ট যিনি ভালভাবে কাজ করেন, উদ্দেশ্য সম্পন্ন করবার যোগ্যতা যার রয়েছে, যিনি সমস্ত বিষয় অবগত থাকেন এবং অন্যদের সাহায্য দানের উপায় জানেন, কঠিন পরিশ্রম করেন এবং তার নিজের ও অনুসরণকারীদের জন্য উচ্চ আদর্শ নিরূপণ করেন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার আগেই যাতে সেই পত্রটির উত্তর ভুল করে না দেখে ফেলেন, সেই জন্য পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়নি। যে উত্তরটি খুঁজছেন কেবল সেটি দেখুন, আগেই কোন প্রশ্নের উত্তর দেখতে চেষ্টা করবেন না।

৭। খ) তার উচ্চ পদস্থ লোকদের ক্ষমতাকে তিনি সম্মান করেছিলেন।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী তিনি কাজ করেছিলেন।

১। গ) একটি উদ্দেশ্য সাধন করা।

৮। খ) যোষেফ বন্দিদের কাছে গিয়েছিলেন এবং তারা দুঃখিত কেন তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

২। ক-(২) নেতার কোন পরিকল্পনা নেই।

খ-(৩) নেতার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে।

গ-(১) নেতার একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

৯। ক) অন্য লোকদের সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিল।

৩। খ) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে থাকেন।

ঘ) ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত থাকেন।

১০। না, বরং তিনি তাদের ঈশ্বরের পরিকল্পনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দান করেছিলেন।

৪। ক-(৩) সরাসরি আহ্বান এবং নির্দেশ।
খ-(১) ঐতিহাসিক ঘটনা।
গ-(৪) যোগ্যতা ও দায়িত্ব সমূহ।
ঘ-(২) পরিচর্যার বিভিন্ন দান।
ঙ-(৩) সরাসরি আহ্বান এবং নির্দেশ।
চ-(১) ঐতিহাসিক ঘটনা।

১১। আপনার লিখিত তালিকাটির সাথে পাঠের মধ্যে দেওয়া বৈশিষ্ট সমূহ মিলিয়ে দেখুন।

৫। ক-(৩) আচরণ।
খ-(২) মনোভাব।
গ-(১) বৈশিষ্ট।
ঘ-(১) বৈশিষ্ট।
ঙ-(৩) আচরণ।

১২। ক-(২) লক্ষ্য সম্পাদন।
খ-(৪) মানসিক স্থিরতা।
গ-(৫) দলগত সদস্য পদ।
ঘ-(৭) অটলতা ও নির্ভরযোগ্যতা।
ঙ-(১) সৌভ্রাতৃত্ব।
চ-(৩) কর্মদক্ষতা।
ছ-(৬) নেতৃত্বের সহভাগী করণের সামর্থ।

৬। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নেতাদের মনোনীত করে থাকেন।